সুপারি

অভিজিৎ তরফদার

— নমস্কার, আমি কি সুবিমল মিত্রের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

— নমস্কার, সুবিমল মিত্র বলছি।

—আমি, মানে আমাকে আপনি ঠিক চিনবেন না। আপনার দু-মিনিট সময় হবে?

—এখন ব্যস্ত আছি। দরকার থাকলে পরে ফোন করবেন। ধরুন সন্ধ্যাবেলা, সাড়ে সাতটার পর।

— দরকারটা যে আমার নয় সুবিমলবাবু। বরং আপনার দরকারেই আমার ফোন করা।

—আমার দরকার ? কী ব্যাপার বলুন তো? আপনাকে আমি তো চিনতেই...

—পারবেন না। পারার প্রয়োজনও নেই। দরকারটা কী, কেন আপনাকে ফোন করছি সেটা জানতে পারলেই আপনি সব বুঝতে পারবেন।

—আশ্চর্য! এই কাজের মধ্যে... এমন হেঁয়ালি করছেন... ঠিক আছে, কী বলতে চান বলে ফেলুন। ঠিক দু-মিনিট কিন্তু।

— ঠিক আছে, দু-মিনিটই, তার বেশি আমি নেব না। কিন্তু ভাবছি. আপনি কী একা আছেন, না আশপাশে আরো অনেকে রয়েছে?

— রয়েছে দু-একজন। কেন?

— তাদের সামনে কথাগুলো বলা কি ঠিক হবে?

— কী এমন কথা বলবেন আপনি? ——— আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল তো। ঠিক আছে। আমার সঙ্গে যারা রয়েছে তাদের ঘরের বাইরে যেতে বলছি। ...একটু প্লিজ... ঠিক আছে, এবারে বলুন।

— আচ্ছা সুবিমলবাবু, আপনি 'সুপারি' বলে কিছু জানেন?

— কেন জানব না? সুপারি একটা ফল, জাঁতিতে কেটে কুচিকুচি করে জরদা - পানে মিশিয়ে খেতে হয়, আমার ঠাকুমাকে দেখেছি, ছিয়াশি বছর বয়সেও নিজের হাতে সুপারি কেটে...

—এ-ছাড়া অন্য কোনো সুপারি? কাগজপত্রে - টিভিতে? কারো মুখে শোনা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হায়ার্ড কিলার। কাউকে খুন করার জন্য অন্য কারো কাছ থেকে টাকা নেওয়াকে বোধহয় বলে সুপারি নেওয়া। ঠিক বলছি?

— একদম।

— তা হঠাৎ সাতসকালে সুপারির গল্প শোনানোর জন্য আমাকে ফোন করলেন? আমি তো কোনো সুপারি কেস-এ...

—ছিলেননা। কিন্তু এবার থেকে থাকবেন।

— তার মানে?

—আপনাকে খুন করার জন্য কেউ একজন সুপারি দিয়েছে।

—আমাকে? খুন? কী সাংঘাতিক? কে সুপারি দিল? কাকে দিল?

—আপনার শেষ প্রশ্নটার উত্তর সবার আগে দিই। আমাকেই দেওয়া হয়েছে। আধঘন্টা আগে। দু-লক্ষ টাকার কন্ট্রাক্ট।

— আপনি হায়ার্ড কিলার? আমাকে মারবেন? কেন? কী আমার অপরাধ?

— তা তো আমার জানার কথা নয়। টাকা নেব, কাজ হাসিল করে দেব। ফুল পেমেন্ট আমার হাতে এসে গেছে। এবার কাজটুকু শেষ করার অপেক্ষা।

— পুলিশ, পুলিশকে খবর দেব আমি।

— কোনো পুলিশ, কোনো পারসোনাল সিকিউরিটি সার্ভিস -এর ক্ষমতা নেই আপনাকে বাঁচাতে পারে। সুপারি নিয়ে এ-অবধি কখনো ব্যর্থ হইনি আমি। আপনার ক্ষেত্রেও হব না।

— কে, কে আপনি?

— বললাম যে, আমার একমাত্র পরিচয় আমি একজন কন্ট্রাক্ট কিলার।

— কে আমাকে মারবার জন্য সুপারি দিয়েছে? কার সঙ্গে আমার এমন শত্রুতা?

— ভাবুন। সে কিন্তু আপনার খুব কাছের লোক। রোজ দেখছেন, ওঠা - বসা করছেন। সে যে আপনাকে মারতে পারে, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

— কে, কী নাম তার?

— স্যরি, দু-মিনিটের বেশি হয়ে গেল। আজ ফোন রেখে দিচ্ছি।

দুই

— কি সুবিমলবাবু, ব্যস্ত নাকি?

— আপনি? আবার?

— কেন, আপনি কী ভাবলেন, কেউ মশকরা করছে?

— না, তা নয়। কিন্তু ফোন করে খুনি সাবধান করছে, এমনটা তো শোনা যায় না।

— কেন, রঘু ডাকাতদের গল্প পড়েননি? তারাও তো দিনক্ষণ জানিয়েই আসত। আসলে আমারও তো এ-লাইনে কম দিন হল না। এখন আর জানানো না - জানানোর তফাত বুঝতে পারি না। বরং মনে হয়, যে মানুষটা মরবে নিশ্চিত, তাকে গুছিয়ে নেবার সময় দেওয়াই ভালো।

— গুছিয়ে? কী বলছেন সুপারিবাবু? কিছুই যে গুছিয়ে নেওয়া হয়নি। সমস্ত কাজই বাকি পড়ে রয়েছে।

— আর যদি না জানিয়ে চুপচাপ গিয়ে ধড়াম করে কাজ সেরে চসে আসতাম, তাহলেই সব গুছিয়ে নিয়ে পারতেন? আপনাকে যে প্রস্তুত হবার সুযোগ দিলাম, তার জন্য কোথায় আপনি কৃতজ্ঞতা জানাবেন তা নয়...

— ভুল হয়ে গেছে, মাফ চেয়ে নিচ্ছি। আপনার কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ। এখন করুণা করে আপনার লিস্ট থেকে আমার নামটা যদি বাদ দিয়ে দেন, তাহলেই আমার কৃতজ্ঞতার আর সীমা থাকে না।

—স্যরি।

— অ্যাঁ?

— বললাম যে, স্যরি, তা আর সম্ভব নয়। ফুল - পেমেন্ট নেওয়া হয়ে গেছে। টাকার কিছু কিছু খরচও করে ফেলেছি আমি। এখন আর না - বলা সম্ভব নয়।

— যদি আমি ওর চেয়েও বেশি কিছু দিই।

— তাহলেও নয়। ওতে নাম খারাপ হয়ে যায়। একবার নাম - খারাপ হলে এ-লাইনে আর কেস পাওয়া যাবে না।

— তাহলে কী দাঁড়াল? আমাকে মরতে হচ্ছেই?

— হ্যাঁ। এবং আমার হাতে।

— কিন্তু কে, কে আমার এমন শত্রু যে টাকা দিয়ে আমার মৃত্যু নিশ্চিত করতে চায়?

— বললাম তো, আপনার খুব কাছের জন।

— সে কি অমিয়?

— নয় কেন?

— না না, এ হতে পারে না। অমিয়কে আমিই বিজনেসে এনেছি, সন্তানের মতো বড়ো করেছি, পার্টনার করেছি। এমনভাবে গ্রুম করেছি যাতে ওর ওপরে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্তে একদিন সরে যেতে পারি। ...ও কেন এমন কাজ করতে যাবে?

— ওর সঙ্গে কখনো কি মতের অমিল হয়নি?

— হয়েছে। ও অসম্ভব উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আমি যেখানে টুয়েন্টি, বড়োজোর থার্টি পার্সেন্ট গ্রোথ কার্ভ -এ স্যাটিসফায়েজ সেখানে ও হান্ড্রেড পার্সেন্ট না হলে থামতে চায় না। কিন্তু সেটাই তো ওর প্লাস পয়েন্ট। ওর বয়েসে সেটাই তো এক্সপেক্টেড।

— উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলছেন। তাহলে অসুবিধাটা কোথায়?

—ও তো জানে, সবটাই ওর। আজ না হয় কাল। দুটো দিন অপেক্ষা করলেই যখন ওর হাতে আসবে, তখন এত বড় রিস্ক ও কেন নেবে? ধরা পড়ে গেলে যেখানে ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন?

—ওই যে বললেন, দুটো দিন। দুটো দিন তো নয়, কয়েকটা বছর। বেশ কয়েকটা বছর। ততদিন পর্যন্ত তো ওকে সবাই ফার্ম -এর জুনিয়ার পার্টনার বলেই জানবে। ও কেন চাইবে না রাতারাতি পুরোটা নিজের হাতে নিয়ে আসতে?

— হায় ভগবান। শেষ অবধি অমিয়? তুমি পারলে অমিয়? আমি যাব, এক্ষুনি ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললব...

—কী বলবেন। তুমি আমাকে মারবার জন্য সুপারি দিয়েছ?

— হ্যাঁ বলব।

— সেটা কি বাংলা সিনেমার ডায়লগ হয়ে যাবে না? তাছাড়া ও কি স্বীকার করবে?

— করবে না?

— করবে না। বরং আপনাকে পাগল বানিয়ে অ্যাসইলামে পাঠিয়ে কোম্পানির দখল নিতে ওর আরো সুবিধা হবে। ... তাছাড়া ...

— তাছাড়া?

— তাছাড়া, ও-ই যে সুপারি দিয়েছে সে ব্যাপারে আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন?

— কী আশ্চর্য? আপনিই তো বললেন, অমিয় টাকা দিয়ে আপনাকে পাঠিয়েছে।

— আমি এমন কথা একবারও বলিনি।

— আপনি বলেননি?

— না, বলিনি।

— অমিয় না হলে কে, কে আপনাকে সুপারি দিয়েছে?

— আমি যে পাবলিক বুথ থেকে ফোন করছি সেখানে লাইন লেগে গেছে। সবাই চেঁচামেচি করছে। আমি ছেড়ে দিচ্ছি। পরে আবার কথা হবে।

তিন

— গুড মর্নিং। ঘুম ভাঙালাম না তো?

— ঘুম? ঘুমোতে আর দিচ্ছেন কোথায়?

— তাহলে তো ভালোই হয়েছে বলতে হবে। আরো বেশি বেশি কাজ করতে পারছেন। আপনিই না আগে বলে বেড়াতেন, ঘুমিয়ে সাত - আট ঘন্টা কেন যে নষ্ট করে মানুষ!

— আর বলি না। না ঘুমোলে মানুষের কর্মক্ষমতা কতখানি কমে যায়, এই ক-টা দিনেই বুঝতে পারছি। বরং ঘুমোতে গেলে ভয় করে, ঘুমের মধ্যেই যদি প্রাণটা চলে যায়, আর ঘুম না ভাঙে! জেগে তাকলে, বাঁচবার চেষ্টাটুকু অন্তত করতে পারব! আবার এও মনে হয়, ক-টা দিন পরেই তো চিরনিদ্রা। তার আগে যতটুকু পারি, দু-চোখ ভরে দেখে নিই।

— আগেকার দিনে রাজা - বাদশারাও এই ভয়েই ভুগতেন। গুপ্তহত্যা সবচেয়ে বেশি ঘটত রাতে, ঘুমের মধ্যে। রাজাও সেইজন্যে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদলাতেন। মানে কোন রানির কাছে কবে কখন থাকবেন তা অন্য কাউকে জানতে দিতেন না।

— রাজাদের হারেম ভরতি রানি থাকত, ঘুমোবার জায়গাও ছিল অঢেল। আমাদের তো আর তা নয়।

— একমাত্রই বউ, তাকে নিয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিলেন।

— তা নয়তো কী?

— আপনাকে অবশ্য এ- ব্যাপারে প্রশংসাই করতে হয়। কোনোদিন কেউ দুর্নাম দিতে পারেনি।

— আমার বউভাগ্য সত্যি ভালো। শর্মিষ্ঠার মতো স্ত্রী না থাকলে...

— দাঁড়ান দাঁড়ান। সমস্ত কিছু তলিয়ে জেনে তবেই বলছেন তো?

— কী মিন করছেন আপনি? শর্মিষ্ঠা যেভাবে সারাটা জীবন আমার পাশে থেকেছে...

— সারাটা জীবন মানে আপনার প্রথম দিককার জীবন। এখনো কি ব্যাপারটা একইরকম?

— এখন ও বিভিন্ন রকম সোশাল সার্ভিস নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওদের একটা অর্গানাইজেশন আছে, ডেস্টিটিউট মেয়েদের মধ্যে কাজ করে। ও-ও হ্যাপি, আমিও নিশ্চিন্ত।

— অতখানি নিশ্চিন্ত হওয়া কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ নয় সুবিমলবাবু।

— কেন? কিছু কি ইঙ্গিত করছেন?

— আপনার স্ত্রী কিছুদিন আগে তাঁদের অর্গানাইজেশনের কাছে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন।

— হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে জানিয়েই গিয়েছিল। ওদের পেরেন্ট বডির একটা ওয়ার্কশপ ছিল।

— ওই অবধি ঠিক আছে। কিন্তু উনি কি একাই গিয়েছিলেন সিঙ্গাপুর। আপনার কাছে কী বলেছেন উনি?

— আমি তো সেই রকমই জানি।

— ভুল জানেন। আদিত্য সেনও গিয়েছিলেন সিঙ্গাপুর।

— আদিত্য? ওদের অর্গানাইজেশনের পেট্রন?

— হ্যাঁ, একই সঙ্গে একই হোটেলে ছিলেন দু-জনে। সাইট সিইং -এও দু-জনকে একসঙ্গে দেখা গেছে।

— কী আশ্চর্য! আমার এখন ফিফটি ফাইভ, শর্মি আমার চেয় সাত বছরের ছোটো, তার মানে ফর্টি এইট, পোস্ট - মেনোপজাল, এখনো মানে এই বয়সে ওর হঠাৎ ... আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

— আমি আপনাকে বুঝতে সাহায্য করছি।

— শর্মিষ্ঠা আর আদিত্য ... কী সাংঘাতিক!

— আদিত্য সেনদের ফার্ম তো বিজনেসে আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী!

— অফকোর্স! তার সঙ্গে আমার স্ত্রী কী রিলেশন ডেভেলপ করে থাকতে পারে।

— সুবিমলবাবু!

— বলুন।

—জিজ্ঞেস করছিলেন না, আমাকে মেরে কার কী লাভ?

— তাহলে কি আদিত্য? সঙ্গে শর্মিষ্ঠাও? হায় ভগবান!

— আমি তো তা বলিনি।

— তাহলে কী বলেছেন?

— আমি এটুকুই বলতে চেয়েছি, আপনাকে মারবার জন্য সুপারি দেওয়াতে আপনার স্ত্রী শর্মিষ্ঠা দেবীর স্বার্থ থাকাও বিচিত্র নয়

— আগেরদিন বললেন অমিয়। আমি পার্ম - এর সমস্ত ডিসিশন মেকিং জায়গা থেকে অমিয়কে সরিয়ে দিয়েছি। ওর সইতে চেক ইস্যু করলে যাতে সেই চেক অনার্ড না হয় ব্যাংকে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন আপনি বলছেন অমিয় নয়, শর্মিষ্ঠা।

— ভুল করছেন সুবিমলবাবু, আমি আগের দিন একবারও বলিনি অমিয়বাবুই আমাকে সুপারি দিয়েছেন। এসবই আপনার কল্পনা।

— কল্পনা, কল্পনা, কল্পনা। তাহলে সত্যিটা কী?

— রোদ উঠে গিয়েছে। অনেকেই এদিকে তাকাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে ফোন করছি, কারো নজরে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। জানেনই তো, গোপনীয়তাই আমাদের কাজের প্রধান অস্ত্র। আজ ছাড়ি।

চার

— সুবিমলবাবু!

— আপনি? আবার?

— কেন, আপনার মনে হয়েছিল, আমি আর আপনাকে ফোন করব না?

— না। আমি মনেপ্রাণে চেয়েছিলাম, আপনার কাজ আপনি সেরে ফেলুন।

— হঠাৎ? এরকম মনে হবার কারণ?

— কারণ, মৃত্যুর খাঁড়া মাথায় নিয়ে বেঁচে থাকা আমার অসহ্য মনে হচ্ছে। ফাংশনে প্রধান অতিথি হতে ডেকেছিল। একটা ঝকঝকে মেয়ে ফুলের তোড়া হাতে এগিয়ে এল। চমকে পিছিয়ে গেলাম। মনে হল ওই ফুলের মধ্যেই লুকানো আছে আত্মঘাতী বোমা, বোতাম টিপলেই সমস্ত শেষ পার্ক স্ট্রিট সিগনালে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে ভিক্ষাপাত্র বাড়িয়ে দিল বাচ্চা - কোলে মা। কাঁটা হয়ে বসে রইলাম। কখন কৌটোর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে পিস্তলের নল। যেসব বন্দি ফাঁসির আদেশ মাথায় নিয়ে দিনের পর দিন কখন সেই দিনটি আসবে তার প্রতীক্ষা করে, শুধু তাদের কথাই ভেবেছি আর শিউরে শিউরে উঠেছি। মৃত্যুর চেয়েও মৃত্যুর প্রতীক্ষা অরো ভয়ংকর।

— বুঝলাম। আর অন্যটা?

— অন্য কোনটা

— ওই যে, আপনাকে মারবার জন্য সুপারি কে দিল সে রহস্যভেদ হল?

— থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সুপারিবাবু। আপনি চোখে আঙুল দিয়ে না দেখিয়ে দিলে বাকি জীবনটা বিশ্বাস করেই কেটে যেত। আপনার সঙ্গে কথা হবার পরপরই একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে অ্যাপয়েন্ট করলাম ওদের ওপর নজর রাখবার জন্য। তারা যা সব ইনফরমেশন সাপ্লাই করল, আমি তাজ্জব বনে গেলাম। তলে তলে এতদূর এগিয়েছে ওরা? কী না করেছে? কোথায় না গেছে? অথচ এমন ভান করে গেছে যেন আমাকে ছাড়া ওর জীবন অচল! একটাই আপশোস, এত দেরি করে জানলাম যে আর নতুন করে কিছু করার নেই। তাছাড়া জীবনের ওপরই ঘেন্না ধরে গেল। কী হবে বেঁচে, কার জন্য বাঁচব? ছেলেটা না থাকলে...

—সুচরিত?

— হ্যাঁ, ওর জন্যেই যেটুকু বেঁচে থাকতে সাধ হয়।

— সুবিমলবাবু!

— বলুন।

— একটা ব্যাপারে কিন্তু আপনি ভুল করেই চলেছেন।

— কোন ব্যাপারে?

— ওই যে কে সুপারি দিয়েছিল সেই ব্যাপারে।

— কেন ? আমার প্রথম মনে হয়েছিল অমিয়। আপনি বলে দেবার পর, আর এজেন্সির ইনফরমেশন হাতে আসায় এখন তো পরিষ্কার, আদিত্য আর শর্মিষ্ঠা মিলেই ছকটা করেছে।

— দাঁড়ান দাঁড়ান। এজেন্সিই বলুন, অথবা আমি, আপনার কাছে শুধু কিছু তথ্য পৌঁছেছে যা থেকে বোঝা যায় আপনার স্ত্রী শর্মিষ্ঠাদেবী সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন। কিন্তু তিনিই যে সুপারি দিয়েছেন এ-তথ্য আপনি কোথা থেকে পেলেন?

— কেন, আপনিই তো বললেন?

— বাজে কথা। এমন কথা আমি বলতেই পারি না।

— তার মানে শর্মিষ্ঠা নয়?

— তাও বলিনি আমি। আমি শুধু বলতে চাইছি, আপনার খুব কাছের কেউ কি এ-কাজ করতে পারে না?

—আমার খুব কাছের ... আর কারো কথা আমার মাথায় আসছে না।

— কেন? একটু আগেই যার কথা বলছিলেন?

— একটু আগে? ...সুচরিত? আমার একমাত্র ছেলে বুবাই? অসম্ভব। ও, এ-কাজ করতেই পারে না।

— কেন অসম্ভব?

— আমাকে মেরে ওর লাভ? আমার সমস্ত কিছুই তো ওর।

— সে তো আপনি মারা গেলে তারপর। বেঁচে থাকতে?

— কিন্তু ওকে অদেয় তো আমার কিছুই নেই।

— ঠিক কী? ভেবে দেখুন তো ভালো করে।

— লেখাপড়া ওর কোনোদিনই সেইভাবে ভালো লাগত না। ছোটো থেকেই সিনেমার নেশা। ওর ইচ্ছেতেই ওকে ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ভরতি করলাম। বাড়িতেই সিনেমার আর্কাইভ বানিয়ে দিলাম। বড়ো বড়ো ডিরেকটরদের কাছে হাত ধরে কাজ শেখার ব্যবস্থা করে দিলাম। কয়েকটা শর্ট ফিল্ম করে অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে সুচরিত। এবারে বড়ো ছবি করবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ও কেন আমাকে মারবার জন্য সুপারি দিতে যাবে।

— ওই যে বললেন, নেশা। বড়ো ডিরেকটর হবার নেশা। একটা স্ক্রিপ্ট নিয়ে প্রোডিউসারদের অ্যাপ্রোচ করেছিল সুচরিত। কেউই অজানা অনামী ডিরেক্টর - এর ওপর টাকা ঢালতে সাহস পায়নি। অথচ দু-কোটি টাকার প্রজেক্ট।

— আমার কাছে এলেই তো পারত।

— দিতেন?

— অতটা হয়তো দিতাম না। তাছাড়া বোঝাতাম। কম বাজেটে একটা - দুটো ছবির কথা বলতাম।

— তার চেয়ে অনেক সহজ পথ তো রয়েছে।

— কী সহজ পথ?

— আপনার যে পলিসিটা রয়েছে তার অ্যামাউন্ট তো দু- কোটি।

— হ্যাঁ।

— আর তার নমিনি সুচরিত।

— কী বলছেন?

— আমি কিছুই বলিনি সুবিমলবাবু, শুধু সম্ভাবনার কথাগুলো আলোচনা করছি। সুচরিতের টাকার খুব দরকার।

— তাহলে কি সুচরিত, আমার বুবাই?

— আজ আর কথা বলার সময় নেই সুবিমলবাবু। রাখি।

।। পাঁচ।।

— কেমন আছেন সুবিমলবাবু?

— আপনি কোথায়?

— কেন? আমাকে দিয়ে আপনি কী করবেন?

— যেখানেই থাকুন, শিগগিরি আসুন। আপনার পিস্তলের যে ক-টা গুলি আছে আমার ওপর উজাড়করে দিন। আমি আর পারছি না।

— কেন? কী হল?

— কী হল জিজ্ঞেস করছেন? একে তো প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুভয় নিয়ে বেঁচে থাকা। তার ওপর মানুষের বাঁচার জন্যও তো কিছু লাগে। আমার কী পড়ে রইল বলুন? কী নিয়ে বাঁচব আমি?

— এতখানি হতাশ হয়ে পড়লেন যে!

—হব না? খোঁজ নিয়ে জানলাম, আপনার প্রতিটা কথাই সত্যি। সুচরিত, আমার বুবাই, প্রতি মুহূর্তে আমার মৃত্যুকামনা করে। বন্ধুবান্ধব মহলে বলেছেও কথাটা। আমি ছাড়া অনেকেই জানে। কিন্তু বুবাই যে আমাকে মারবার জন্য সুপারি দেবে এ আমার স্বপ্নেরও অতীত।

— সুচরিত সুপারি দিয়েছে কে বলল?

— আপনিই তো বললেন।

— বারবার একই ভুল আপনি করছেন সুবিমলবাবু। সুচরিত আপনাকে মারবার জন্য আমাকে নিয়োগ করেছে এমন কথা কিন্তু আমি একবারও বলিনি।

— তাহলে কী বলেছেন আপনি? আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

— সুবিমলবাবু! আমি শুধু বলেছিলাম আমাকে অ্যাপয়েন্ট করেচে আপনার খুব কাছের কেউ। আপনি অমিয়বাবুকে সন্দেহ করেছেন, আপনার স্ত্রী শর্মিষ্ঠাদেবীকে সন্দেহ করেছেন, আপনার ছেলে সুচরিতকেও সন্দেহ করেছেন। আমার দিক থেকে এটুকুই আমি করেছি, সূত্রটুকু ধরিয়ে দিয়েছি।

— অনেক অনেক ধন্যবাদ সুপারিবাবু। আপনি না বললে আমি কারোকেই চিনতে পারতাম না। অমিয়কে হাতে ধরে তৈরি করেছি, ওযে তলে তলে আমারই সর্বনাশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এ আমি চিন্তাও করতে পারতাম না। শর্মিষ্ঠা, আমার শর্মি, আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী, ও যে আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে, নিজের চোখে দেখলেও মেনে নিতে পারতাম না। আমার সমস্ত কিছু যার জন্য, আমার প্রাণের থেকেও প্রিয় বুবাই, সে যে আমার মৃত্যুকামনা করছে তা কি কখনো ভেবেছি?

— আপনাকে প্রথম ফোন করেছিলাম ঠিক এক সপ্তাহ আগে, মনে আছে?

— হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে থাকবে না? অফিসে, বোর্ড মিটিং শুরু হবার ঠিক আগে ফোন এসেছিল আপনার। এক সপ্তাহ! কী ভয়ংকর একটা সপ্তাহ।

— আচ্ছা সুবিমলবাবু, একটা কথা ভেবে ঠিকঠাক জবাব দিন। এখন সপ্তাহ আগের সুবিমল মিত্র আর আজকের সুবিমল মিত্রের মধ্যে কোনো তফাত আছে?

— ভাবাভাবির কিছু নেই, এক সপ্তাহ আগের সুবিমল মিত্রর সঙ্গে আজকের সুবিমল মিত্রের কোনো মিলই নেই।

— তাহলে কি এমনটা বলা যায়, এক সপ্তাহ আগের সুবিমল মিত্র মারা গিয়েছে? এখন যে সুবিমল মিত্র বেঁচে রয়েছে সে অন্য ব্যক্তি?

— অবশ্যই বলা যায়

— আপনাকে বলেছিলাম সুবিমলবাবু, মনে আছে, সে সুপারি নিয়ে কাজ হাসিল করতে পারিনি এমন আমার কখনো হয়নি?

— মনে আছে।

— এক্ষেত্রে তাহলে আমি একশোভাগ সফল, কী বলেন?

— তার মানে, আপনি...

— আর আপনাকে টেলিফোনে বিরক্ত করব না। ভালো থাকবেন। বিদায়।